ঝিনাইদহে “চাইল্ডহুড ব্রেন ডেভেলপমেন্ট” বিষয়ে মতবিনিময় সভা

“সুস্থ শরীর সুন্দর মন, বাড়বে শিশু গড়বে ভূবণ” এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে “চাইল্ডহুড ব্রেন ডেভেলপমেন্ট” বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে জাহান ইন্টারন্যাশনাল মডেল ইনস্টিটিউটের আয়োজনে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের সহযোগি অধ্যাপক ডাঃ শরীফা শাহজাদী।

জাহান ইন্টারন্যাশনাল মডেল ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল মোঃ আলী রেজা’র সভাপতিত্বে বিশেষ আতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ উম্মে রায়হান সিদ্দিকী, ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতালের শিশু বিশেজ্ঞ ডাঃ আলী হাসান ফরিদ (জামিল), মাগুরা মেডিকেল কলেজের প্রভাষক ডাঃ শামসুল আরেফীন, শিশুদের “চাইল্ডহুড ব্রেন ডেভেলপমেন্ট” বিষয়ক গবেষনার বিষয়ে ব্যবস্থা ও ডাক্তারদের সম্পৃক্ত করেন জাহান ইন্টারন্যাশনাল মডেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক ফিরোজ আনয়ার মাসুম সহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারিবৃন্দ।

সেসময় বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রযুক্তির অপব্যবহার ও অভিভাবকদের উদাসীনতা আমাদের শিশুদের শারীরিক ও মানাসক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছেঅ এ ভয়াবহতা মোকাবেলায় কীভাবে আমাদের প্রিয় সন্তানদের সুস্থ শরীর ও সুন্দর মানসিকতায় বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা চলছে।

এছাড়াও মানবধিকারকর্মী, সুধিজন, অভিভাবক, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক, শিক্ষকমন্ডলী ও অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাধ্যমে বোরো ধানের চারা রোপনের উদ্বোধন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় বোর ধানের সমলয় চাষাবাদ কর্মসুচির মাধ্যমে ৭০ জন কৃষকের ১৫০ বিঘা জমির রাইস ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে ধানের চারা রোপনের উদ্বোধন করা হয়েছে ।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ১ নং সুন্দরপুর-দুর্গাপুর ইউনিয়নের ভাটপাড়া সুন্দরপুর- দূর্গাপুর মাঠে এ ধানের চারা রোপনের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

কালীগঞ্জ উজেলা কৃষি অফিসার মাহাবুব আলম রনির সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। সেসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ কৃর্ষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচলিক ষষ্ঠি চন্দ্র রায়, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম সহ এলাকার কৃষক-কৃষানী ও সুধীজন।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

শীতে কাপছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। তীব্র এই শীতে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষকে একটু উষ্ণতা দিতে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ এক্স-ক্যাডেট এসোসিয়েশন (জেক্সকা)’র উদ্দ্যোগে ৫’শতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রোববার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ প্রাঙ্গণে এ কম্বল বিতরণের আয়োজন করে জেক্সকা।

কম্বল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গালিব মোহাম্মদ। সেসময় কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ান, এ্যাডজুটেন্ট মেজর সরফরাজ নেওয়াজ, জেক্সকার সহ-সভাপতি ডাঃ আবুল বাসার, আল মেহের, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. বাপ্পা, সদস্য নাহিদুর রহমান, আরশাদ পারভেজসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় শহরের বিভিন্ন এলাকার ৫’শাতধিক অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। শীতে কম্বল পেয়ে অসহায় হতদরিদ্র মানুষেরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে হলুদের চাঁদর বেছানো ফসলের মাঠ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বিভিন্ন ফসলের মাঠে মাঠে হিমেল বাতাসে দোল খাচ্ছে হলুদ সরিষা ফুল। দূর থেকে সরিষার ক্ষেতগুলো দেখে মনে হয়, কে যেন হলুদ চাদর বিছিয়ে রেখেছে। সরিষা ফুলের হলুদ রাজ্যে মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত যেমন মাঠ, তেমনি বাম্পার ফলনের আশা করছেন কৃষকরা।

এদিকে, ফসলের মাঠে ফোটা ফলগুলো রোদ ঝলমল আলোয় প্রকৃতির মাঝে অপরূপ সৌর্ন্দযের শোভা ছড়াচ্ছে। তেমনি সরিষার হলুদ রাজ্য দেখতে ভিড় করছেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। একই সঙ্গে শীতের কুয়াশাকে উপেক্ষা করে চাষীরা সরিষা ক্ষেতের যত্ন নিচ্ছেন।
সরিষা চাষীরা জানান, গত বছর আশানুরূপ দাম পাওয়ায় এবং কৃষি বিভাগ সরিষা চাষে প্রণোদনা দেওয়ায় চলতি মৌসুমে কৃষকেরা সরিষা চাষে আগ্রহী হয়েছেন।

উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের তরুন কৃষক সম্রাট বলেন, গত বছর ১ বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করেছিলাম। বিঘা প্রতি খরচ হয়েছিল ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। ফলন পেয়েছিলেন ১২ মণ হারে। প্রতি মণ সরিষা ৩ হাজার দরে ৩৬ হাজার টাকায় বিক্রি করেছিলেন।

তিনি আরও বলনে, গত বছর সরিষা চাষে আশানুরূপ লাভ হওয়ায় এবার ২ বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করেছি। আশা করছি এবারও ভালো ফলন ও ভালো দাম পাবো।

গাজীপুরের জুয়েল জানান, এবার তিনি ১ বিঘা জমিতে রবি সরিষার আবাদ করেছেন। তার জমিতে আগাম সরিষার ফুলে ভরে গেছে। তিনি আশা করছেন প্রতি বছরের মতো এবারও ভালো ফলনের।

তিনি আরও বলেন, আগে অনেক কৃষক সরিষা চাষ করতেন। আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় তারা চাষ কমিয়ে দিয়েছিলেন। বাজারদর ৩ হাজার টাকার বেশি থাকলে কৃষকেরা সরিষা চাষে আরও বেশি উৎসাহী হবেন বলে মন্তব্য করেন এ কৃষক।
বলরামপুর গ্রামের কৃষক শান্ত বলেন, গত বছর ১০ কাঠা জমিতে সরিষা চাষ করেছিলাম। এবার ১ বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করছি, গত বছর সরিষার ফলন ভালো ছিল, দামও ভালো পেয়েছিলাম। এবার প্রতি বিঘা জমিতে ৬-৭ মণ হারে সরিষা পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন তিনি।

উপজেলা কৃষি অফিসার শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর বলেন, সরিষা ৩ মাস মেয়াদি ফসল। কম খরচ ও কম পরিশ্রমে সরিষা চাষ করতে পারেন কৃষকেরা। বর্তমানে সরিষা চাষ কৃষকের কাছে লাভজনক ফসলে পরিণত হয়েছে। গত বছর সরিষার আশানুরূপ ফলন ও দাম পাওয়ায় কৃষকেরা উৎসাহী হয়েছেন। সরিষা চাষ একদিকে যেমন মাটির উর্বরতা বাড়ায়, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি আরও জানান, আশা করছি কৃষকরা সরিষার ভালো ফলনে লাভবান হবেন। এখানকার উৎপাদিত সরিষার তেল দেশের ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণেও বড় ভূমিকা রাখবে।

ঝিনাইদহে দুস্থ নারীদের মাঝে বিনামূল্যে গরুর বাছুর বিতরণ

ঝিনাইদহে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়াতে দুস্থ, অসহায় ও হতদরিদ্র পরিবারদের মাঝে

বিনামূল্যে বকনা গরুর বাছুর বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সকালে সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঝিনাইদহের যৌথ অগ্রসরমান সৃজক সংস্থা (জাগো)।

জাগো’র নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুল শরীফ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন হরিশংকরপুর ইউনিয়নের সদস্য আব্দুল বারী, সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য সালমা খাতুন, জাগোর নির্বাহী সদস্য সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়ক এস এম নাজির আরেফিনসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামের ৫ জন নারীর মাঝে গরুর বকনা বাছুর বিতরণ করা হয়। এর আগে গাভী পালনের উপর ওই নারীদের ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদাণ করেন সদর প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা: তারেক হাসান মুসা।

ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির নির্বাচনে হাডাহাডি লড়ায়ের আভাস

প্রচার প্রচারণায় জমে উঠেছে ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির নির্বাচন। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এসেছে আগামী ২১ডিসেম্বর সকাল থেকে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। এখন প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন তারা। দিচ্ছেন নানা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।

নির্বাচনে বিএনপি সমর্থীত সম্মিলিত নাগরিক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে ‘শতভাগ দুর্নীতি, বৈষম্যহীন পরিবেশ নিশ্চিত, চিকিৎসার মানউন্নয়নের অঙ্গিকার নিয়ে গঠিত মোয়াজ্জেম-পান্নু প্যানেল

নির্বাচনী গণসংযোগ কেও বেড়াচ্ছেন। তারা ভোটারদের কাছে গিয়ে প্যানেলের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করছেন। গত মঙ্গলবার সম্মিলিত নাগরিক ঐক্য পরিষদের প্যানেল ডায়াবেটিক হাসপাতালের নানা উন্নয়ন, রোগীদের সেবার মান বৃদ্ধি, ভোগান্তী দুর ও ব্যয় কমানোর নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইস্তেহার ঘোষণা করেছেন। সেসময় প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এ্যাড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, সহ-সভাপতি জাহিদুজ্জামান মনাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। জয়ের ব্যাপারে তারা শতভাগ আশাবাদি বলে জানান।

অপর দিকে জামায়াত সমর্থীত সচেতন নাগরিক ফোরামের প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়ের জন্যে ডায়াবেটিস সমিতির নানামুখী উন্নয়ন স্বচ্ছতা এবং জবাবদীহিতার সাথে করা হবে বলে নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোর প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে। সচেতন নাগরিক ফোরামের সভাপতি প্রার্থী শহিদুল ইসলাম শহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থীত কোন প্যানেল দেয়নি।

আগামী ২১ ডিসেম্বর শনিবার ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২১টি পদে দুটি প্যানেলে মোট ৩৩ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। ওই দিন সকাল ৯ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত ৩০৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে ঝিনাইদহে বাড়ছে আত্মহত্যা, সামাজিক অপরাধ ও ঋণেরবোঝা

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়ার আসক্তি ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছে। কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধসহ সব বয়সীরা এমনকি নারীরাও অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। লোভে পড়ে খুয়াচ্ছে টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্বল। জুয়া’য় সর্বস্ব হারিয়ে হতাশায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। জুয়ার মাধ্যমে

মোবাইল অ্যাপস নিয়ন্ত্রণকারীদের কাছে পাঁচার হচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে রীতিমতো প্রকাশ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জুয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে জুয়ার অ্যাপসের প্রচারণা চলছে। চটকদার এসব বিজ্ঞাপণে প্রলোভিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে অনলাইনে টাকা উপার্জনের নেশায়।

সম্প্রতি ঝিনাইদহে জুয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা, ঋণগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ছাড়া ও দাম্পত্য কলহের বেশকয়েকটি ঘটনা পর্যক্ষেণ করা গেছে।

জানাগেছে, টিকে-৭৭৭, জয়া-৯৯৯, ক্যাসিনো-৭৭৭, হাউজ অব ফান, স্টার স্লট, লাকি স্পিন স্লট, ওয়ান এক্স বেট, লুডো কিং, তিন পাত্তি গোল্ড, ২৯ গোল্ড কার্ড গেম, বেট কুইন, ৩৬৫ বেটসহ অসংখ্য জুয়ার অ্যাপে আসক্ত হয়ে পড়ছে সব বয়সের মানুষ। এসব অ্যাপসে বিকাশ ও নগদ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার চটকদার বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হয় জনপ্রিয় তারকা, ক্রিকেটার, রাজনৈতিক নেতার ছবি।

গত ১১ ডিসেম্বর বিষ পান করে আত্মহত্যা করে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বেতাই গ্রামের মোঃ লালু মিয়া (৩৫) নামের এক যুবক। সে বেতাই গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। তার স্ত্রী ও ছোট ছোট ৩টি সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী নিলুফা খাতুনের সাথে কথা বলে জানাগেছে, লালু মিয়া মোবাইল জুয়া’য় আসক্ত হয়ে পড়ে। জুয়া খেলতে গিয়ে সে গরু বিক্রি করেছে, জমি বন্ধক রেখেছে। জাগরণী চক্র সহ ৪টি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সেই টাকা জুয়া’য় লাগিয়ে নষ্ট করেছে অবশেষে ঋণের বোঝার চাপে সে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুতে ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে মহাকষ্টে পড়েছে নিলুফা খাতুন। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, সদর উপজেলার গান্না বাজারে বড় মুদি ব্যবসায়ী মোঃ কবির হোসেন। তার ‘কবির স্টোর’এ প্রতিদিন পাইকারী-খুচরা মিলে দেড়-দুই লাখ টাকা বেচাকেনা হয়।

স্থানীয় জুয়াড়ি যুবকদের প্ররোচণায় পড়ে সে জুয়া খেলতে শুরু করে। জুয়া লাভজনক ভেবে সে তার জনতা ব্যাংকের সিসি হিসাবের ১৫ লাখ টাকা ধিরে ধিরে জুয়া’য় হেরে যায়। এই ঘটনায় পারিবারিক কলহ তৈরি হলে পরিবার থেকে তার এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নিয়ে নেওয়া হয়।

কবির হোসেন প্রতিবেদককে বলেন, জুয়ার নেশায় আমি নিঃস্ব হয়ে

গিয়েছি। এখন আর এন্ড্রয়েড মোবাইল ব্যবহার করছি না। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, সদর উপজেলার চান্দেরপোল গ্রামে তাইজেল হোসেনের ছেলে রেজাউল ইসলাম। সে দিন মজুরী ও বাজারে ছোট তরকারির দোকান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। ওই গ্রামের খিলাফত মন্ডলের ছেলে শরিফুল ইসলামের কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকায় এক খন্ড জমি বন্ধক নেওয়া জন্য এনজিওতে একটি ঋণের স্কিম করে। স্কিম করার জন্য শরিফুল ইসলামের কাছ থেকে ৪ হাজার টাকাও ধার নেয়।

রেজাউল স্থানীয় জুয়াড়িদের প্রলোভনে পড়ে সেই টাকা দিয়ে অনলাইনে জুয়া খেলতে গিয়ে প্রথম দিন কিছু লাভ হয়। তার পরে বেশি করে টাকা লাগিয়ে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে হেরে যায়।

রেজাউল ইসলাম প্রতিবেদককে বলেন, শুনেছিলাম মোবাইলে খেলা করে অনলাইনে টাকা উপার্জন করা যায়। সেই জন্য জুয়ার অ্যাপস মোবাইলে নিয়ে খেলতে শুরু করি। এখন আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। তবে এসব এলাকায় অনেক কিশোর ছেলেরা জুয়া খেলে মোটরবাইক কেনাসহ বিলাসি জীবন যাপন করছে। তাদের উপার্জনের উৎস মানুষ জেনে জুয়াতে আরও উৎসাহিত হয়ে পড়ছে। সীমিত কয়েকজন জুয়াড়ি লাভবান হলেও বেশির ভাগ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, ঝিনাইদহ শহরের সরকারি কেসি কলেজ সংলগ্ন একটি মোবাইলের দোকান থেকে কয়েক বছর আগে জুয়া ছড়ানো হয়েছে। জেলায় সব জায়গায়ই জুয়া খেলে নিঃস্ব হচ্ছে, ঋণগ্রস্ত হয়ে অন্য অপরাধের সাথেও জড়িয়ে পড়ছে। তবে প্রশাসনের এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই।

এবিষয়ে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অবস) মহিদুর রহমান বলেন,“কারা কারা এই খেলা করছে এটা বিটিআরসি বলতে পারবে। আমাদের পক্ষে বোঝ সম্ভব নয়। রাষ্ট্র উদ্যোগ না নিলে আমাদের কিছুই করার নেই। এরা বিভিন্ন সেলিব্রেটির ছবি ব্যবহার করেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। রাষ্ট্র উদ্যোগ নিলেই কেবল জুয়া বন্ধ বা রোধ করা সম্ভব ”।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে তিন দিন ব্যাপী ৫৯তম আন্তঃহাউজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ান এএফডব্লিউসি, পিএসসি ।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের উপাধ্যক্ষ মোঃ শফিক উদ্দীন, এ্যাডজুটেন্ট মেজর মোঃ সরফরাজ নেওয়াজ পিএসসি জি, মেডিকেল অফিসার মেজর নূরুজ্জামান ত’র্য, ও কলেজের শিক্ষক-কর্মচারিবৃন্দ।

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের অভিভাবক, সাংবাদিক, শিক্ষকমন্ডলী ও অতিথিগন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় ক্যাডেটরা ৩৩টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করবেন। আগামী ২৩ ডিসেম্বর ৩ দিন ব্যাপী ৫৯তম আন্তঃহাউজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী বিজয়ী ক্যাডেটদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৮ জুয়াড়ি আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার পারলাট গ্রামের একটি মেহগনি বাগানে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সরঞ্জাম, বাংলা মদ ও নগদ টাকাসহ

আট জুয়াড়িকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

গতকাল মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এ সময় জুয়ার বোর্ডের মালিক হারুনসহ অন্যান্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আকটকৃতরা হলেন কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে সেলিম, একই উপজেলার পারলাট গ্রামের ওয়াহাবের ছেলে বাবর আলী, আব্দুল কাদেরের ছেলে আসাদুল হক, ঝিনাইদহ শহরের নতুনকোর্টপাড়ার আইয়ুব মুন্সির ছেলে মো: শাহিন, কালীগঞ্জ উপজেলার হেলাই গ্রামের ফকির আহম্মেদের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম, একই গ্রামের সাহাজ উদ্দীনের ছেলে মনির উদ্দীন, কোটচাঁদপুর আদর্শপাড়ার মালেক সরদারের ছেলে অমেদুল সরদার ও ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের নাওশাদ শাহ’র ছেলে আহসান হাবিব।

অভিযানকালে যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে ১৩ হাজার ৬৫৯ টাকা, জুয়ার ওয়ান টেন বোর্ড, ডার্ক পিন, জুয়ার গুটি, মদ, মোমবাতি, গোলাপ পানি ও বেশ কয়েকটি মোবাইল সেট জব্দ করে।

আটককৃতারা পুলিশকে জানিয়েছেন, ঝিনাইদহের বিপ্লব ও কোটচাঁদপুরের হারুন এই জুয়ার বোর্ডের মালিক। ৫ আগস্টের পর কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন গ্রামে এই চক্রটি গোপনে জুয়া খেলা চালিয়ে আসছিল। এসব জুয়ার বোর্ডে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা থেকে আগত জুয়াড়িরা অংশ নিয়ে থাকে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসি কবির হোসেন মাতব্বর খবর নিশ্চিত করে জানান, আটক জুয়াড়িদের আজ বুধবার সকালে কোর্টে চালান করা হয়েছে।তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা হয়েছে।